ভারতের সিন্ধুতে ইসলামে ধর্মান্তরকরণের স্বরূপ সন্ধান (৭১০-১১৯২ খ্রীঃ)

আবদুল বাছির*

সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সিন্ধুর ইতিহাস ছিল অনেকটা কুয়াশাচ্ছন্ন। এর কারণ হচ্ছে এ সময়ের হিন্দু ঐতিহাসিকদের উদাসীনতা এবং মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিধর্মী বিদ্বেষ।[১] তথাপিও উভয় শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের লিখিত বিবরণ থেকে এ সময়ের সিন্ধুর ইতিহাস সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের একটি প্রাথমিক প্রামাণিক উৎস হল 'চাচনামা'।[২] এটি সিন্ধু বিজয়ের ভারতীয় কিংবদন্তী। এর রচয়িতা ছিলেন আলি বিন হামিদ বিন আবু বকর কুর্ফী। ১২১৬ খ্রীঃ তিনি যে 'ফতেহনামা' বা বিজয় কাহিনী রচনা কনে, তাই 'চাচনামা' নামে খ্যাত হয়।[৩] সিন্ধুর ইতিহাস রচনায় অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল আহমদ বিন ইয়াহিয়া বিন জাবির আল-বালাযুরী রচিত কিতাব 'ফুতুহুল বুলদান'।[৪] তিনি সমকালীন দলির দস্তাবেজ, চিঠিপত্র এবং অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের আত্মীয় স্বজনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়ে উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন।

সিন্ধুর প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ৪৫০-৬৪৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সিন্ধুতে রায় (Rai) বংশের শাসন বলবৎ ছিল। এ বংশের শেষ শাসক ছিলেন দ্বিতীয় রায় সাহজি। রায় বংশের পতন হয় চাচদের হাতে। চাচরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। রায়দের শাসনে তারা মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৫] চর্চা বংশ ৬৪৪-৭২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সিন্ধু শাসন করেন। এ বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন দাহির (৬৭৯-৭১২)। রাজা দাহিরকে পরাজিত করে মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রীঃ সিন্ধুতে মুসলিম শাসনের সুত্রপাত করেন।[৬] এ কথা সত্য যে, মুসলমানদের সিন্ধু আক্রমণ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। আরব বাণিজ্য পোতের নিরাপত্তার জন্য দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর সময় থেকে পরীক্ষামূলক নৌ-অভিযান ভারতীয় উপকুলে পাঠানো হতো। মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়।[৭] সিন্ধুর বিখ্যাত নগরসমূহে যেমন, আলোর, ব্রাহ্মণবাদ, মুলতান নিরুন ও রাওরে সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনে এদেশীয় কর্মচারীদেরকে পুনর্বহাল রাখা হয়।[৮] মুহাম্মদ বিন কাশিম চার বছরের অভিযানে সিন্ধু ও মুলতান জয় করে কনৌজে অভিযান কালে দামেস্কের উমাইয়া খলিফা সোলায়মানের আদেশে ২১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার মৃত্যুর কারণ অনেকটা রহস্যাবৃত।[৯] মুহাম্মদ বিন কাশিমের মৃত্যুর ফলে বিজিত স্থানে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। বিজিতরা

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পুনরায় স্ব স্ব অঞ্চলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয়ের সময়ের চুক্তিসমূহ অকার্যকর হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, রাজা দাহিরের পুত্র জয়সিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণবাদে ক্ষমতা হস্তগত করেন। ঐতিহাসিক মীল মাসুমীর মতে, খুব অল্পসংখ্যক স্থানেই মাত্র খলিফার কর্তৃত্ব বজায় ছিল।[১০] উমাইয়া আমলে ১৫ জন এবং আব্বাসী আমলে প্রায় ১৮ জন গভর্নর সিন্ধু শাসন করেন। সিন্ধু অঞ্চলে আব্বাসী খলিফার নিয়োগ প্রাপ্ত সর্বশেষ গভর্ণর ছিলেন ইয়াকুব ইবনে লাইথ (৮৭০-৮৭৯ খ্রীঃ)।[১১] ইয়াকুব নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতোমধ্যে আব্বাসী রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে। ইয়াকুবের মৃত্যুর পর হতে সিন্ধু একটি অবহেলিত জনপদে পরিণত হয়।[১২] সিন্ধুর পরবর্তী একশত পঞ্চাশ বছরের (৮৮০-১০২৫ খ্রীঃ) ইতিহাস ছিল মূলতঃ স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজবংশের ইতিহাস। তবে এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান সীমিত। ঐতিহাসিক আল মাসুদী (৯১৫-১৬ খ্রীঃ) সিন্ধু ভ্রমণে এসে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের অবস্থান লক্ষ্য করেছেন, একটি মুলতান, অন্যটি মানসুরা।[১৩] দশম শতাব্দীতে কারমাতীয় সম্প্রদায় সিন্ধুতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মাহমুদ মুলতান ও মানসুরাত ইসমাইলী সম্প্রদায়কে দেখতে পান এবং এদেরকে ধ্বংস করেন।[১৪] সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে নিম্ন সিন্ধুতে একটি স্থানীয় রাজপুত্র বংশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পূর্বে তারা 'সামরা' গোত্র বলে অভিহিত হত। এলফিনস্টোন এবং ইলিয়ট উভয়েই স্বীকার করেছেন যে, সামরারা বহিরাগত, যারা পরে রাজপুত্র জাতি গঠন করে।[১৫] চাচনামাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামরারা দশম-একাদশ শতাব্দীতে গোত্রীয়ভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। তাদের ধর্মান্তরিত হবার পশ্চাতে সম্ভবতঃ মূল কারণ ছিল এতদ অঞ্চলে ক্রমাগতভাবে আফগান– খলজি জাতি গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি।[১৬] এতে অনুমিত হয় যে, এ ধরনের আরো অনেক জাতি গোষ্ঠী এ সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নতুবা মুসলমানদের সংখ্যা সত্যিকার অর্থে যা ছিল তার চেয়ে অনেক কম হবার কথা ছিল। ভি.এ. স্মীথের মতে, ইসলামের দ্রুত প্রসার এবং এর অনুসারীদের বৃদ্ধিজনিত সংখ্যা এমন একটি অবস্থানে গেল যাতে করে শাসনতান্ত্রিকভাবে তারা সর্বেসর্বা হল এবং এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার।[১৭]

সিন্ধুতে ইসলামের প্রারম্ভিক বিস্তার সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল মুসলিম ঐতিহাসিকগণ খুব বেশি নজর দিতে পারেননি। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লী-সালতানাত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ ইসলামী ভৌগোলিক সীমারও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়নি।[১৮] ইন্দো-মুসলিম ইতিহাসের জটিল সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে ধর্মান্তরকরণ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আশা সম্ভাবনার মধ্যে ভারতবর্ষে অভিযান পাঠানো হয়েছিল। সংগৃহীত হাদীসের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহানবী (দঃ) ভারতবর্ষে অভিযান পাঠানোর জন্য জীবদ্দশায় আগ্রহ প্রকাশ

করেছিলেন এবং নিজেও এতে অংশ নিতে উৎসাহী ছিলেন।[১৯] উক্ত হাদীস কখন সংগৃহীত হয়েছিল এ সম্পর্কে সঠিক তারিখ নির্ণয় করা কঠিন, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যৌক্তিক যে, এই সময়টি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যখন হাদীস সংগ্রহের পর্যায় চলছিল। সিন্ধুতে ইসলামে ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বর্তমান প্রাপ্ত উৎসগুলো অপর্যাপ্ত, এমন কি বলতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় জনগণের (ভারতীয়দের) ধর্মান্তরিত হবার ক্ষেত্রে কি অভিপ্রায় ছিল তাও সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না। কতিপয় ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রাথমিক বিজেতারা যেখানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন সেখানে চেষ্টা করেছিলেন প্ররোচনার মাধ্যমে ধর্মান্তকরণ করতে। তবে এই প্রচেষ্টার ফলাফল কি ছিল তা বলা মুশকিল।[২০] কিন্তু যে মতবাদটি ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল তা হচ্ছে ভারতীয় প্রচলিত হিন্দু সমাজ ছিল বর্ণ নির্ভর। নিচু বর্ণের অধিকার ও সুযোগ সুবিধার অস্বীকার করে উচু বর্ণের হিন্দুরা তা ভোগ করত। অপর দিকে ইসলাম আদর্শগতভাবেই সমতাবাদী ধর্ম (যদিও সর্বস্থানে এটা মেনে চলা হয়নি) এবং নীতিগতভাবেই বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন কি আর্থ-সামাজিকভাবেও এর অনুসারীদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না।[২১] তবে এরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমাজতাত্ত্বিক সম্পর্ক নিরূপণও জরুরী। ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যকার এই পার্থক্যের জন্যই নিচু শ্রেণীর হিন্দুরা স্বেচ্ছায় সামান্য অনুরোধ (persuasion) ও উপরোধেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বলে অধিকাংশ গবেষক মনে করেন।[২৩] এতে করে নব মুসলিমরা তাদের পূর্বের ধর্মের আর্থ-সামাজিক শোষণ থেকে মুক্তি পায় এবং নতুন ধর্মে তাদের সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[২৪] সাম্প্রতিক সময়ের বাঙালী মুসলমানদের গবেষণা থেকে এ দাবী উঠেছে যে, হিন্দুরা ইসলামের গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ এবং সাম্যবাদ নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বহু সংখ্যায় নতুন ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করেছিল। এই চেতনাকে লালন করে তাই বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত Zillur Rahman's সম্পাদিত English-Bengali Dictionary তে বলা হয়েছে "There was a large scale Conversion to Islam in India."[২৫] এতে করে একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, আর্থ-সামাজিক সুবিধাবাদ পাবার আশায় অনেক নীচু শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ১৮৮১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে মালাবারের কিছু পতিত গোত্রের চিত্র ধরা পড়েছে– যেখানে বলা হয়েছে– "চেরুমন নামক এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণোত্তর তিনি যখন বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বের হলেন তখন তিনি আগের চেয়ে অধিক সম্মানে ভূষিত হলেন।[২৬] তবে এটা সত্য যে প্রাথমিক ও মধ্যযুগের ভারতে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে অনেকগুলো সমস্যা ছিল, যা সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণা থেকে অনুমতি হয়। এখানে ধর্মান্তরকরণে কোন প্রকার প্ররোচনা ছিল না, ছিল যুক্তি সংগত কারণ।[২৭]

হিন্দু সমাজে থাকাকালে এর অনুসারীরা কোন প্রকার সন্তোষজনক বিবেচনা পেত না বরং প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থান অপরিবর্তনীয় ছিল এবং এটা একটা বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক বর্ণের উপর অর্পিত দায়িত্ব অকুণ্ঠ চিত্তে পালন করতে তারা বাধ্য ছিল।[২৮] অথচ ইসলাম গ্রহণোত্তর তারা তাদের অভিব্যক্তি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারত। এই স্বাধীনতা পাবার আশায় হিন্দু নীচু শ্রেণীগুলো দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। তবে এই রূপ বক্তব্যে অতি আধুনিকতার স্পর্শ স্পষ্ট। কারণ সময়ের দাবীর সঙ্গে এরূপ বক্তব্য কতটুকু প্রাসঙ্গিক তা বিবেচ্য। তা না হলে যদি এই ইচ্ছা মধ্যযুগীয় ভারত বর্ষকে পেয়ে বশত তাহলে মুসলিম জনসংখ্যার হার প্রকৃতপক্ষে যা ছিল তার চেয়ে অবশ্যই বেশি হওয়া উচিত ছিল। সেই সাথে এটিও সত্য যে, নবাগতরা তাদের ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে পুষ্ট করতে পারেনি। অন্য আরো একটি কারণে উপরোক্ত মতবাদটি গ্রহণ করা ঝুঁকিপূর্ণ। উপর্যুক্ত ধারণাকে শক্তিশালী করার জন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণও ছিল না। যাতে মুসলমানেরা তাদের স্থানীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে সর্ব ক্ষেত্রে সাম্যতা স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। ফলে কিছু ক্ষেত্রে হিন্দুদের মুসলিম সমাজে যোগদানের ইচ্ছা এবং হিন্দু সমাজ ত্যাগের বিষয়টি এর সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছিল না বলে আমাদের বিশ্বাস। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইসলামে ধর্মান্তর গ্রহণ দ্বারা জাতিভেদ প্রথা বিলোপ আশাতীত ভাবে ফলপ্রসু হল না এবং এর দ্বারা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাসমূহও রদ করা গেল না। "The concept of tribal aristocracy as one of birth persisted after the coming of Islam and has continued to be valid".[২৯] ধর্মান্তর করণের মাধ্যমে হিন্দু নীচু শ্রেণীর লোকেরা যে কাংখিত সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল এমনটিও নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুসলিম সুইপারের সর্বক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন কি যখন সে মসজিদে নামায পড়তে যেত তখনও তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত।[৩০] তাহলে প্রশ্ন জাগে ধর্মান্তরকরণের পশ্চাতে কি কারণ ছিল? সিন্ধু প্রদেশে ধর্মান্তরকরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বার্টন বলেছেন, সবচেয়ে ভাল এবং প্রত্যাশিত ধর্মান্তরকরণ চলত কাজীর দরবারে। কাজী নবাগতদের নাম নির্বাচন করে দিতেন। শেষে কাজী বেশ কিছু বর্ণের নাম করতেন এবং কোনটিতে সে যেতে চায় তা জানার পরে লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ করে ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে নির্ধারিত বর্ণে দেয়া হত।[৩১] এতে বোঝা যাচ্ছে যে, অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে আকর্ষণের যে ক্ষমতা সত্যিকার অর্থে ইসলামের ছিল তা ভারতীয় পরিবেশে কিছুটা হলেও কার্যকারীতা বজায় রেখেছিল।

ধর্মান্তর করণের ব্যাপারে আরো কিছু কার্যকরী শক্তির প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সামরিক দিকটি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। চেন্নাইবাসীরা মুসলিম সামরিক শিবিরে দূত পাঠিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারা মুসলমানদের একতা, সমতা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং মুসলিম সেনাপতির ঈশ্বর প্রীতি দেখে মুগ্ধ

হয়েছিল।[৩২] আবুল কাশিম ফিরিস্তার মতে, খলিফা মুয়াবিয়ার শাসনামলে কিছু ভারতবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।[৩৩] এ ছাড়াও অনেকে স্ব অভিপ্রায় নিয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছেন। মুসলিম বিজয়ের পরে একটি দূর্গ রাজা দাহির-পুত্রের অধীনে ছিল। মুসলমানেরা তা দখল করার পরে এর অনেক নিরাপত্তারক্ষীকে হত্যা করা হল এবং বাকীদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তাব করা হল।[৩৪] এ ক্ষেত্রে মুসলিম সেনাপতির একটি কার্যকরী ভূমিকা ছিল। এ মর্মে একটি প্রশ্ন থাকতে পারে যে, নবাগতরা কী তাদের ধর্মীয় নিবন্ধন পরিবর্তন করেছিল? তারা আসলে তাদের ধর্মীয় অবস্থান সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন করেননি। অনুরূপ বক্তব্য ঐতিহাসিক বাক্কারীর লেখায় স্পষ্ট। তিনি বলেছেন কনৌজের রাজা ও রাজপুত্রগণ নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং কর দিতে রাজি হয়েছিল।[৩৫] ঐতিহাসিক আল বালাজুরীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ ভারতের মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলে রাজপুত্রদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, যাতে করে তারা নিজেদেরকে পৈত্রিক রাজত্বে বহাল রাখতে পারেন এবং অধিকার ও কর্তব্যে মুসলমানদের মতো সমতা পেতে পারেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজা জয় সিংহ এবং অন্যরাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং মুসলিম নাম ধারণ করেন।[৩৬] বাগদাদের খলিফা আল মুস্তাসিম বিল্লাহর রাজত্বকালে উজ্জয়নের হিন্দু রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যখন তিনি দেখলেন যে, স্থানীয় ধর্মযাজকরা তার ক্ষমতায় আসার পথে ভীষণ বাঁধা এবং তাঁর ছেলেকেও তারা রাজা হিসেবে মানতে নারাজ তখন তিনি যাজকদেরকে হত্যা করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৩৭] ভারত বর্ষের শ্রেষ্ঠ শাসক মাহরুক বিন রাইয়াকে মানসুরার মুসলিম শাসককে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন স্থানীয় ভাষাতে ইসলামিক আইন কানুনকে অনুবাদ করে দেবার ব্যবস্থা করেন *৮৮৩-৮৮৪ খ্রীঃ)। মুসলিম শাসক এতে সম্মত হয়ে ভারতে বসবাসকারী ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞের সাহায্যে মুসলিম আইনকে কবিতার আকারে সংক্ষিপ্ত করে লিখে রাজাকে পাঠান। রাজা আইন অনুবাদককে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান এবং তার মাধ্যমে আল কুরআনের অংশ বিশেষ অনুবাদ করিয়ে নেন। আল-কুরআন পরিবেশিত সত্য ভাষণে মুগ্ধ হয়ে রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে তিনি তার ধর্মান্তর গ্রহন গোপন রাখেন।[৩৮] দশম শতাব্দীতে নিনহারের রাজা ইসলাম সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শহরের অধিবাসীরা ছিল মূর্তিপূজক। উজ্জয়নের রাজা বুহজা হযরত মুহম্মদ (দঃ) কর্তৃক চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করার কথা জানতে পেরে তার উজিরসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আব্দুল্লাহ নাম ধারণ করেন। ৬২২ খ্রীঃ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩৯] মালাবারের মাপিল্লদের মধ্য একটি জনশ্রুতি আছে যে, কেরালার হিন্দু শাসক শাকারভীতি ফারমদ আরব দেশে গিয়েছিলেন মহানবীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে। তিনি মহানবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে আর ভারত বর্ষে আসতে দেয়নি।

তার কিছু সহযোগীরা মালাবারে ফিরে এসে ইসলামের প্রসারে দেশে ১০টি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪০] ঐতিহাসিক আল মাসুদী দশম শতাব্দীতে যখন মুলতানে ভ্রমণে আসেন তখন লক্ষ্য করেছেন যে, মুলতানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল মুসলিম। তারা ইরাকীদের মত পোশাক পরত, আর রাজার পোষাক ছিল ভারতীয়। সিন্ধুতে তখন একটি নতুন মুসলিম কমিউনিটি সৃষ্টি হচ্ছিল। তারা ক্রমাগত ভাবে ভারতীয় হয়ে উঠেছিল।[৪১] "This tendency was no doubt hastened by the fact that the early Arab settlers in Sind brought no women with them."[৪২] এ বক্তব্য সত্য হলে বুঝতে হবে এই মুসলিম সোসাইটির জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিল ধর্মান্তরিত ভারতীয়। H.M. Elliot এর মতে "There was among the descendants of the cindian colonists less infusion of the real blood of Arabs than in any other province subjected to their dominion."[৪৩]

এ যাবৎ আলোচনা থেকে এটা অনুমিত হয় যে, ভারতীয়দের ধর্মান্তরকরণের পশ্চাতে অনেকগুলো কারণ সক্রিয় ছিল। আমাদের ব্যবহৃত উৎসসমূহ থেকে বলা যায় যে, প্রথমতঃ কিছু লোক আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পরে বিজেতাদের চাপে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের ধর্মান্তরকরণের সাথে শক্তি প্রয়োগের প্রশ্নটি জড়িত ছিল। এ সকল ধর্মান্তরকরণ ততক্ষণ টিকে থাকতো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসক শক্তি প্রয়োগে উক্ত অঞ্চল নিজ দখলে রাখতে পারতেন। যখনই মুসলিম শাসনে কোন দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করা যেত তখনই অনেকগুলো স্বধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটত এবং সম্ভবতঃ এর সাথে বিজয়ের সময়ের সকল চুক্তিকে অকার্যকর করা হত। দ্বিতীয়তঃ ভারত বর্ষে ধর্মান্তরকরণের সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলোর একটি বিশাল অংশ ছিল অলৌকিক ঘটনাকেন্দ্রিক। তবে ব্যবসায়ী রতন ছিলেন এর ব্যতিক্রম।[৪৪] তৃতীয়ত, রাজা ও রাজপুত্রদের অনেকেই কোন না কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সেই সাথে তাদের অনুসারীরা ও (প্রজা) ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে সিন্ধুর যুদ্ধ বন্দীদেরও একটি ব্যাপক ভূমিকা ছিল। চতুর্থত, অনেক রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা পাবার আশায় শাসকের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সাথে সাথে এটাও সত্য যে, ভারত বর্ষে ইসলামের বিস্তারে আরব বণিকদের অবদানও ছিল যথেষ্ট। আর ইসলাম অপরিহার্য ভাবে একটি প্রচারবতী ধর্ম।[৪৫] সুতরাং আমরা আলোচনা শেষে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, ধ্রুপদী ইতিহাস বিদ্যা বা জনপ্রিয় কল্পকথা কোনটাই এই সমর্থন দিচ্ছে না যে, সামাজিক সুবিধাবাদ পাবার জন্যই ভারত বর্ষে ইসলামের ধর্মান্তরকরণ বেশি হয়েছে। অতএব সামাজিক সমতা ও ন্যায় বিচার পাবার আশায় হিন্দু নীচু শ্রেণীর লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বলে যে ব্যাপকতর মতামত প্রচার পেয়েছে এতে আমাদের সংশয় রয়েছে।

তথ্য নির্দেশ ঃ

1. H.C. Ray. *The Dynastic History of Northern India,* Vol-I, Calcutta, 1936, P. 2.
2. Ali bin Hamid, *The Chachnama*, Trans, Mirza Kalichbeg Fredunbeg, vol. I, 1st ed. 1900. 2nd print, 1979, India : India; being Eng. Trans. of the Persian Chachnama. Composed by Muhammad Kufi on the basis of an original Arabic account of the conquest of Sind.
3. Elliot and Dowson, *History of India*, vol. 1. Delhi, 1931, P. 132-35.
4. Al-Baladhuri, *Futuhal-Buldan*, Trans. P.K. Hitti, vol.II. New York, 1958, pp. 420-33
5. Chachnama. *Op. cit.* p. 73.
6. *Ibid*, p. 74
7. A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India,* Allahabad, Rev. ed. 1976. pp. 1-2.
8. H.C. Ray, *Op. cit.* p. 9.
9. Al-Baladhuri, *Op. cit.* p. 436.
10. Elliot and Dowson, *Op. cit.* p-143.
11. H.C. Ray. *Op. cit.* pp. 49-50.
12. *Ibid,* p. 10.
13. Al-Masudi, *Muruj al-Zahab*, Extracts trans, Elliot, vol. I, London, 1927, p. 27.
14. *Encyclopaedia of Islam,* vol- 11, pp 767-772.
15. Elliot, *Op. cit.* p. 489.
16. Chachnama. Op. cit. p. 103
17. V. A. Smith. *The Oxford History of India,* (Oxford, 1961). p. 38.
18. Elliot, *Op. cit,* p. 82.
19. *Nasai Nunan,* VI- 42, (Cairo N.D.)
20. M.T. Titas, *Islam in India and Pakistan,* (Calcutta, 1959) p. 40.
21. V. A. Smith. Op. cit. p. 48.
22. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২১৮.
23. I. H. Qureshi, *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent.* (The Hague, 1962) P. 42.
24. Aziz Ahmad, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment,* (Oxford, 1964). p. 82

25. Zillur Rahman Siddique, ed. *English-Bengali Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka, 1993. p. 164.
26. Mclver, ed. *Imperial Census*, 1818. India.
27. P. Hardy, *The Muslims of British India*, (Cambridge, 1972), p. 10.
28. K.S. Lal, *Growth of Muslim Population in Mediaeval India*, Delhi, 1973, p. 193.
29. R. Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge, 1957, p. 58.
30. Imtiyaz Ahmad, *Casts and Social Stratification Among the Muslims*, (Delhi, 1993), p. 13.
31. R.F. Burton, *Sindh and the Races that Inhabit the valley of the Indus*, (Karachi, 1973), p. 17.
32. K.S. Lal, *Op. cit.* p. 98.
33. A.K. Firishta, *Tarikh*, (ed. Briggs), Bombay, 1831, vol. II, p. 16.
34. *Ibid*, p. 28. (আল বেরুণী, ভারততত্ত্ব, অনুদিত, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।
35. K.S. Lal, *Op. cit.* p. 99.
36. Al Baladhuri, *Op. cit.* p. 441.
37. *Ibid*, p. 446.
38. It may be pointed out here that Shakarwati Farmad, the king of Malabar, is also said to have kept his conversion secret from his subjects.
39. Tara Chand, *The Influence of Islam on Indian Culture*, (Bombay, 1973), p. 24.
40. Yazdari, *The Inscription on the tomb of Abdullah Shah Changal at Dhar*, Epigraphia Indo-Moslemica 1909, pp. 1-5.
41. Al-Masudi, *Op. cit.* p. 103
42. H.C. Ray. *Op. cit.* pp. 20
43. Chachnama, Elliot. *Op. cit.* pp-22-23
44. Goldziher, Ratan, *Muslim Studies*, Delhi, 1978, vol. II, pp. 162-163.
45. Tara Chand, *Op. cit.* p. 22.